দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 MAR 1989
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১৬

৩২

নড়াইলে নিয়ম বহির্ভূত শিক্ষক নিয়োগঃ ১৬ লাখ টাকার কেলেংকারী

(সংবাদদাতা)

নড়াইল, ২৭শে ফেব্রুয়ারী।— নড়াইল জেলা শিক্ষা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানাভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারী তহবিলের ১৬ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উক্ত অভিযোগে বলা হয় সদর উপজেলার ৮০ জন প্রাথমিক শিক্ষককে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ২টি ইনক্রিমেন্ট দেখিয়ে এই অর্থ আত্মসাৎ করা হয়। অথচ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা কিছুই জানেন না।

১৯৭৮ সালে সরকার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ২টি ইনক্রিমেন্ট কিংবা ২ বছরের সিনিয়রিটি প্রদান করার জন্য একটি আদেশ জারি করেন। পরে ১৯৮৩ সালে অপর একটি নির্দেশ জারি করে পূর্ববর্তী আদেশ বাতিল করেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পরবর্তী নির্দেশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে গোপনে রাখেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ের কয়েকজন শিক্ষক কর্মকর্তার যোগসাজসে ৮০ জন শিক্ষককে মুক্তিযোদ্ধা দেখান এবং তাদের প্রত্যেককে ২টি করে ইনক্রিমেন্ট অনুমোদন করে উক্ত অর্থ আত্মসাৎ করেন।

জানা গেছে ১৯৮৩ সালে ১৯৭৮ সালের আদেশ রহিত করারও ২ বছর পর ১৯৮৫ সালে এই জালিয়াতি করা হয়। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এসব শিক্ষকের মধ্যে কারো কারো নামে একই বিলের অর্থ দু'বার তোলা হয়েছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ এসব ঘাপলার কথা কিছুই জানেন না।

অপরদিকে উক্ত হিসাবরক্ষণ বিভাগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও বিলের কপি স্থানীয় কয়েকটি মুদি দোকানে পাওয়া গেছে। তার মধ্যে ১০-১০-৮৫ সালের ৮৪ নম্বর বিলে দেখা যায় সদর উপজেলার ইতরসাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃত সুধীর কুমার বিশ্বাসের এলপি আর বাবত্ত রেখে সবেতন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তার স্ত্রীর নামে দ্বিগুণ অর্থ ২০ হাজার ৪শ টাকা প্রদান দেখানো হয়।

তুলারামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাসের এলপিআরের বেলায়ও অনুরূপ ঘাপলা করে। অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।

এভাবে বিভিন্নভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১৬ লাখ টাক আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

এসব অভিযোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বেশির ভাগ তথ্য স্বীকার করেন। তবে এককভাবে তিনি দায়ী নন বলে জানান।